ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.org.bd

স্মারক নং–৪৭.৬৫.০০০০.০৬৪.১৬.০৪৯.১২. ৬৪৭৯

তারিখঃ ১৫।০৬।১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ৩০।০৯।২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণঃ বেগম নাহরিন সুলতানা
সহকারী সচিব
প্রতিষ্ঠান শাখা-১

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

সূত্রঃ নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৩.১৬.১১৯.১৮.-২৭৫ তারিখঃ ২৩।০৯।২০১৮ খ্রিঃ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)’-এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন (জুন’১৮ পর্যন্ত) আপনার সদয় বিবেচনা ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

আপনার একান্ত,

(এ এইচ এম আবদুল্লাহ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ০২–৮১৮০১৫০
e-mail: md.sfdf@yahoo.com

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রধান কার্যালয়

ভূমিকাঃ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সং স্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অব স্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয় ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্য ক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বা স্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয় ।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায় ক্রমিকভাবে বা স্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধা ন্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্ম স্সমূহের পরিদপ্তর হতে 'নিবন্ধন ' গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় ।

রূপকল্প

সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য-পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থহ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-এবং উন্নয়ন কর্মকা ন্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৩ . কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

২ . দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান্নোন্নয়ন।

৫ . আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ;মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ/

২। সংগঠিত পুরুষ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে-আত্ম , মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন/ জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্যএবং ;সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন/

৫। সুফলভোগী সদস্য সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ/ জনসংখ্যা নিয়ন্ ,পুষ্টি-স্বাস্থ্য ,মেয়েদের শিক্ষা-ছেলেত্রণ পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ , ও সহযোগিতা প্রদান ।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকাঃ

ফাউন্ডেশনের ‘Memorandum and Articles of Association’ অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত ‘টাস্ক ফোর্স ’ প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয় ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেবুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা ‘আবর্তক ঋণ তহবিল ’ নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে ‘টাস্ক ফোর্স ’ সুপারিশ অনুসারে তহবিল সং স্থানের অভাবে কার্য ক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি ।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প ’ গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্য ক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৬-২০১৮ মেয়াদে মোট ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প -এর মাধ্যমে বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পঞ্চগর, রংপুর, গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটজেলার ৬০টি উপজেলায় সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

ব্যবস্থাপনাঃ

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে । সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি (প্রকল্পসহ)

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)				উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল ও পরিচালন ব্যয়	সম্পদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ	মোট (২+৩+৪)	
১		৩	৪	৫	৬
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০		৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	-	-		-	-
২০০৭-২০০৮	--	-		-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০		৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-		৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০		৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০		১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-		৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬		৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০		৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	১৫০২.০০	**৩৫.৩৬**	৬৮৩.৮২	২১২১.১৮	উন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	৪০০.০০	**-**	-	৪০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	২৫৭১.৬৮	**৯৫৯.৯২**	১৪৬.৪৫	৩২৭৮.০৫	উন্নয়ন বাজেট
২০১৭-২০১৮	২৩৬০.৩২	**৭০৩.১০**	২৭.৪৬	৩০৯০.৮৮	উন্নয়ন বাজেট
মোট	**১২৪৬৮.৩৬**	**২৪৪৮.৩৮**	**২১৭১.৪১**	**১৬৫৮৮.১৫**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ (সাঃ চার্জসহ)	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (সাঃ চার্জসহ)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট	১২৪৬৮.৩৬	৭৬১০৩.০৫	৫৬২৩৭.৯৭	৬১৮৬.১৮	৬২৪২৪.১৫	১৩৬৭৮.৯০

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্য ক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৬ সময়ে প্রদত্ত ৬১.৩৬ কোটি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯.৭২ কোটি, এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২৩.৬০ কোটি মোট ১২৪.৬৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১ ৭–২০১৮ অর্থ বছরে ১,২৯৩ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২৭,৭৯৮ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন' ১৮ পর্যন্ত ৫৯২৩ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৭৪,৬৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম–কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ৪ ৬টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১ ৭–১৮ অর্থ বছরে ১৮২৯০.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৩৭২০.৬৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৮ পর্যন্ত ৭৬১০৩.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৬২৪২৪.১৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৫.৪৫ ভাগ।

মুরগী পালন খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের খামার পরিচর্যা

ঋণ নিয়ে কুমড়া চাষের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যের সাফল্য

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১ ৭–১৮ অর্থ বছরে ১১১০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৮ পর্যন্ত ৬১১৬.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৭–১৮ অর্থ বছরে ৩৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'১৮ পর্যন্ত ১৭০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১৩,৬১৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ১,৬৭,৬৫৬ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৭৩০৫৮.৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৫৯১৪.৫৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে পরিবার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি-স্বাস্থ্য, মেয়েদের শিক্ষা-কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতাপ্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রকল্পসহ)

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	২৩৭	৫৬৮৬	৫৯২৩
২। সদস্যভুক্তি	৬৯৮৬	১৬৭৬৫৬	১৭৪৬৪২
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	২৪৪.৬৪	৫৮৭১.৩৬	৬১১৬.০০
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৩০৪৪.১২	৭৩০৫৮.৯৩	৭৬১০৩.০৫
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৪৯৬.৯৭	৫৯৯২৭.১৮	৬২৪২৪.১৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৪৭.৪৫	৫৯৩৮.৭৩	৬১৮৬.১৮
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৫%	৯৬%	৯৫.৫০%
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৫৪৫	১৩০৭২	১৩,৬১৭

পরিচালনা পর্ষদের ৪০ তম সভা অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৮ পর্য ন্ত সময়ে ১৭৪৬৪২ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পু রুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংসহান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অব স্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ১২৪.৬৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্য ক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৭৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যব স্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয় ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্য ক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্য ক্রম বাস্তবায়নে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৬০টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যব স্থাপক ও ০৩ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্য ক্রম ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার ৬০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ডিসেম্বর ২০১৬ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৮২	১৬৩৫	১৮১৭
২। সদস্যভুক্তি	৩৬৮৭	৩৩১৮৪	৩৬৮৭১
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৮৫.১৮	৭৬৬.৭	৮৫১.৮৮
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৭৫০.৬১	৬৭৫৫.৫৪	৭৫০৬.১৫
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪২৮.৭১	৩৮৫৮.৪৭	৪২৮৭.১৮
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪৭.১৬	৪২৪.৪৩	৪৭১.৫৯
৭। খেলাপি স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২.১৩	১৯.১৯	২১.৩২
৮। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৯.৫০%	৯৯.০০%	৯৯.৫০%

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ১০০.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ১ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ১০ ভাগ থেকে ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) ' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-কাম-অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসএফডিএফ’কে শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক ১টি প্রকল্প জানুয়ারী’১৮ থেকে ডিসেম্বর’২০২১ মেয়াদে ৪৭১২.২৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি ’র উপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভা গ কর্তৃক প্রস্তুতিমূলক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তুতিমূলক কমিটির সভার সুপারিশমালা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিবাগে প্রেরণ করা

হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণের উপর সার্ভিস চার্জ ১১% (ফ্লাট রেট) ধার্য করে আদায়কৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের ১১% এর ৮% ফাউন্ডেশনের জনবলের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা এবং ৩% প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা করার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক ১টি প্রকল্প অক্টোবর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৮৮২১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণের জন্য ফাউন্ডেশনের ৩৮ তম 'পরিচালনা পর্ষদ' কর্তৃক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়নকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২ .০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫ .০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২ .০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন সহ' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

এসএফডিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এ দেশে পথিকৃৎ সংগঠন হলেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এ সংগঠনের ঋণ কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ০৩টি প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন দেশের মোট ১৭৩টি উপজেলায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের কার্যক্রম ইপ্সিত সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত
৩০/০৯/২০১৮
(মো: গোলাম ছারওয়ার)
মহাব্যবস্থাপক